

ক্যাম্পে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের প্রধান আশঙ্কাগুলো কী?

সূত্র: সম্প্রদায়ের দেয়া মতামত এবং শ্রোতা দলের মতামতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যে আশঙ্কাগুলো প্রকাশ করেছে। ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্প (২, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৪, কুতুপালং আর.সি) কিশোর-কিশোরীদের (বয়স ১২ থেকে ১৮ বছর) থেকে সংগৃহীত মতামত। এই ডেটা কেয়ার বাংলাদেশ, ডি.আর.সি, আই.ও.এম এবং সেভ দ্য চিলড্রেন সংগ্রহ করেছে (বেস - ৫২২টি মতামত)। বিভিন্ন ক্যাম্পে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬) ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রোতাদলে আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছিল, যাতে কিশোর-কিশোরীরা (বয়স ১২-১৮) অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই দলগুলোর কাছ থেকে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, ব্র্যাক, কেয়ার বাংলাদেশ, ক্রিস্টিয়ান এইড, সি.এস.আই, ডি.আর.সি, আই.ও.এম, এম.টি.আই, পি.ইউ.আই, টি.এ.আই এবং ইউ.এন. এইচ.সি.আর মতামত সংগ্রহ করেছে (বেস - ৩৪৫৮)। সমস্যাগুলো আরো গভীরভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে ৫ নং ক্যাম্পে কিশোরদের সাথে দুটি এবং কিশোরীদের সাথে দুটি, মোট চারটি ফোকাস দলে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল।

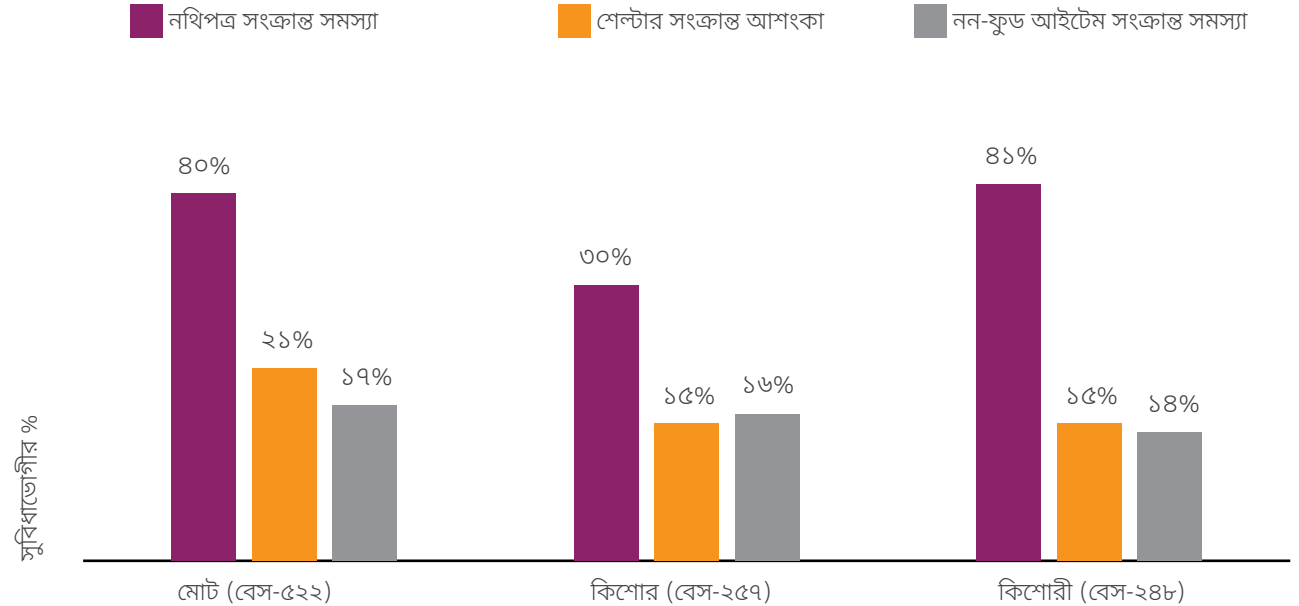
যা জুনা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ০১ × সোমবার, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯

গত ছয় মাসে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীরা মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর কাছে তাদের বিভিন্ন আশঙ্কা এবং মতামত প্রকাশ করেছে। ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীরা প্রধান যে আশঙ্কাগুলো তুলে ধরেছে তার কেন্দ্রে ছিল ত্রাণের নথিপত্র, নন-ফুড আইটেম, শেল্টার এবং পানি-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো।

রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের প্রধান তিনটি সমস্যা এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০১৯



📅 নথিপত্র-সংক্রান্ত সমস্যা

গত ছয় মাসে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হল বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র যেমন- স্মার্ট কার্ড, স্কোপ (SCOPE) কার্ড এবং টোকেন সংক্রান্ত সমস্যা।

কার্ড না পাওয়া: অসংখ্য কিশোর-কিশোরী জানিয়েছেন যে তারা এখনো কোনো স্মার্ট কার্ড পান নি। সম্প্রদায়ের থেকে প্রাপ্ত মতামতে দেখা গেছে যে, কিছু কিশোর-কিশোরীর আলাদা কার্ড প্রয়োজন কারণ তারা তাদের স্বামী/স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছেন বা বিয়ে করে নিজেদের সংসার শুরু করেছেন (আগে তারা তাদের পিতামাতার পরিবারে নিবন্ধিত ছিলেন)। কিছু কিশোর-কিশোরী উল্লেখ করেছেন যে তারা বিয়ে করেছেন তাই পুরনো কার্ডের পরিবর্তে নতুন কার্ড প্রয়োজন। ফোকাস দলে অনেক কিশোরী বলেছেন যে, তারা তাদের এলাকায় এমন অনেক মানুষ দেখেছেন যারা কোনো নিবন্ধন কার্ড বা বাজার কার্ড বা টোকেন পান নি। কিশোরদের তুলনায় কিশোরীরা নথিপত্র নিয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন। এছাড়াও ফোকাস দলে কিশোরীরা যেখানে বিভিন্ন কার্ড/নথিপত্র নিয়ে তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেখানে কিশোররা বলেছেন যে তাদের কোনও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না।

টোকেন দিয়েও ত্রাণ না পাওয়া: ফোকাস দলে কিশোররা উল্লেখ করেছেন যে তারা ত্রাণের জন্য (বিশেষত নন-ফুড আইটেম) কার্ড বা টোকেন পেয়েছেন, কিন্তু তারা সেইসব টোকেন ব্যবহার করে কোনো ত্রাণসামগ্রী পাননি। সংস্থাগুলোর তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে থাকা টোকেন নম্বরের সাথে তাদের আইডি কার্ডের বিপরীতে দেয়া টোকেন নম্বর মিলছে না; এবং সেই নম্বর না মেলার কারণে তারা কোনো ত্রাণসামগ্রী পাননি। কিছু কিশোরী জানিয়েছেন যে তারা বাজারের

কার্ড পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই কার্ড দিয়ে তারা কোনো খাদ্য সামগ্রী পাননি। কেউ কেউ বলেছেন যে তাদের কাছে এক বছরের বেশি সময় ধরে এন.এফ.আই (নন-ফুড আইটেম) কার্ড থাকলেও, সেই কার্ড ব্যবহার করে তারা কখনো কোনো এন.এফ.আই পাননি। কার্ড দিয়ে ঠিকমত ত্রাণ পাওয়া না গেলেও কিশোরীরা জানিয়েছেন যে তারা কখন কার্ড এবং টোকেন বিতরণ করা হচ্ছে তা জানতে আগ্রহী।

“ কখনো কখনো টোকেন দেয়ার পরেও আমাদের নন-ফুড আইটেম দেয়া হয় না। যখন আমরা কর্তৃপক্ষকে আমাদের টোকেন দেখাই, তারা আমাদের টোকেন নিয়ে নেন কিন্তু আমাদের কিছুই দেন না।”

- পুরুষ, ১৯, ক্যাম্প ৫

কার্ড হারিয়ে ফেলা: কমিউনিটির মতামত থেকে জানা গেছে যে কিছু কিশোর তাদের স্কোপ এবং স্মার্ট কার্ড হারিয়ে ফেলেছেন। কেউ কার্ড হারিয়ে ফেললে, সাধারণত সেটা তাদের মাঝি বা সি.আই.সি অফিসে জানানোর কথা। সেক্ষেত্রে সাধারণত মসজিদ থেকে ব্লকগুলোতে ঘোষণা করা হয় যাতে কেউ হারানো কার্ড পেলে তা মসজিদে ফেরত দেয়।

প্রস্তাবিত সমাধান: কিশোররা মনে করেন যে সংস্থাগুলো তাদের ব্লকে নিয়মিতভাবে মিটিং-এর আয়োজন করলে তারা তাদের সমস্যাগুলো জানাতে পারবে। তাদের মতে সেটা সংস্থাগুলোকে আরো দ্রুত সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। তারা তাদের সমস্যাগুলো মাঝীকে জানাতে ততটা আগ্রহী নন কারণ তাদের মনে হয় যে মাঝীর পক্ষে তাদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না।

📅 নন-ফুড আইটেম সংক্রান্ত সমস্যা

ডিগনিটি কিটের অভাব: নন-ফুড আইটেমের ক্ষেত্রে, রোহিঙ্গা কিশোরীরা ফোকাস দলে আলোচনায় জানিয়েছেন যে তারা ডিগনিটি কিট পাচ্ছেন না। তারা বলেছেন যে তারা টোকেন পেয়েছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও দুই মাসে মাত্র একবারই একটি করে ডিগনিটি কিট পেয়েছেন। তারা জানিয়েছেন যে প্রায়ই সকলের জন্য পর্যাপ্ত ডিগনিটি কিট থাকে না। যেমন- একটি পরিবারে তিন জন মেয়ে থাকলেও তাদের একজনের ব্যবহারের উপযুক্ত একটি মাত্র ডিগনিটি কিট দেয়া হয়েছে, যা তাদের মতে পর্যাপ্ত নয়।

হাইজিন কিটের অভাব: কিশোরেরা জানিয়েছেন যে তাদের হাইজিন কিট নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। তারা উল্লেখ করেছেন যে হাইজিন কিট ঠিকমত বিতরণ করা হয় না, কয়েক মাস পর পর (২/৩ মাস) মাত্র একবারই দেয়া হয়। তারা বলেছেন যে, নিয়মিত হাইজিন কিট না পাওয়ায় তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে যেমন - সাবান না পাওয়ার কারণে চর্মরোগ এবং টুথপেস্ট এবং টুথব্রাশ না পাওয়ার কারণে দাঁতের সমস্যা। কিশোরেরা আরো জানিয়েছেন যে, ঠিকমতো ডিগনিটি কিট না পাওয়ার কারণে তাদের পরিবারের নারী সদস্যরাও সমস্যায় পড়ছেন। তারা জানিয়েছেন যে এই জিনিসগুলো কেনার জন্যে তারা খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

“ বহুদিন ধরে আমাদের টুথপেস্ট বা সাবান দেয়া হয় না, আর বাজার থেকে এগুলো কেনার জন্য আমাদের খাবারদাবার বিক্রি করতে হয় যার ফলে আমাদের খাবারের অভাব দেখা দেয়।”

- পুরুষ, ১৮, ক্যাম্প ৫



শেল্টার সংক্রান্ত আশঙ্কা

শেল্টারের ক্ষয়ক্ষতি: রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের আরেকটি বড় আশঙ্কার বিষয় হল শেল্টার। ফোকাস দলে আলোচনায়, অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে তাদের শেল্টারগুলো বহুদিন আগে তৈরি করা হয়েছিল আর এখন সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, বিশেষত বর্ষাকালে। তারা জানিয়েছেন যে তাদের ঘরের চাল ও দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে বৃষ্টির পানি ঢুকে ঘর ভেঙ্গে যাওয়ায় কীভাবে তাদের শেল্টার ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তারা বলেছেন যে এমনটা ঘটলে তাদের সাময়িকভাবে কোনও আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় খুঁজতে হয়, কিন্তু সেটা স্থায়ী সমাধান নয়।

শেল্টার কিটের অভাব: কিছু কিশোর-কিশোরী উল্লেখ করেছেন যে তারা কোনো শেল্টার কিট পাননি (যেমন- বাঁশ, ত্রিপল এবং

দড়ি) যা দিয়ে তারা নিজেদের শেল্টার মেরামত করতে পারেন। তারা জানিয়েছেন যে তাদের এই জিনিসগুলো কেনার সামর্থ্য নেই কারণ এগুলোর দাম খুবই বেশি। তারা বলেছেন যে, তারা এই সমস্যাগুলো (ভাঙা দেয়াল, ক্ষতিগ্রস্ত চাল, চাল দিয়ে পানি পড়া) সি.আই.সি অফিসের স্বেচ্ছাসেবকদের জানিয়েছেন। তারা এটাও তুলে ধরেছেন যে তাদের শেল্টার শনাক্তকরণ কার্ড দেয়া সত্ত্বেও, শেল্টারের ব্যাপারে অভিযোগ করে সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি।

“আমার কাছে শেল্টার শনাক্তকরণ কার্ড রয়েছে, কিন্তু আমি এখনও শেল্টার মেরামত করার জন্য কোনো সাহায্য পাই নি।”

– পুরুষ, ১৮, ক্যাম্প ৫

পানি সংক্রান্ত সমস্যা

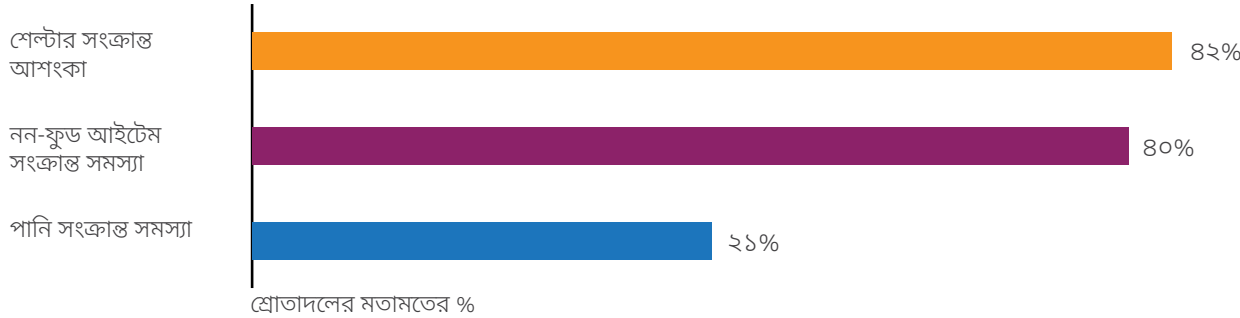
শ্রোতাদলে অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীদের তুলে ধরা আরেকটি আশঙ্কা হল পানির উৎসের অভাব এবং নিত্য পানির সমস্যা। তাদের মতে তাদের ঘরের কাছাকাছি পর্যাপ্ত পানির উৎস নেই।

পানির জন্য অনেক দূরে যেতে হয়: ফোকাস দলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে পাহাড়ের ওপরে থাকা বেশ কিছু নলকূপ থেকে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না এবং সেগুলো বেশিরভাগ সময়ই কাজ করে না। তারা বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে তাদের নলকূপ থেকে পানি আনার জন্য পাহাড় বেয়ে নামতে হয়, এবং অনেক খানি হাঁটতে হয় আর পানি নিয়ে চড়াই বেয়ে উঠতে হয়। কিশোরদের তুলনায় কিশোরীরা চড়াই বেয়ে পানি নিয়ে যাওয়ার সমস্যা বেশি তুলে ধরেছেন। কিছু কিশোরী উল্লেখ করেছেন যে তারা গর্ভবতী নারীদের নিয়ে বিশেষভাবে উদ্ভিগ্ন কারণ তাদের স্বামীরা মাঝে মাঝে সাহায্য করলেও বেশিরভাগ সময়ে তাদেরই পানি নিয়ে চড়াই ভেঙে উঠতে হয়।

নারী ও পুরুষদের আলাদা পানির উৎস প্রয়োজন: কিশোর-কিশোরীরা বলেছেন যে নারী ও পুরুষরা একই জায়গা থেকে একই সময়ে পানি আনতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। তারা জানিয়েছেন যে যদি ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা পানির উৎস থাকত তাহলে তারা স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।

খারাপ মানের পানি: অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে পানির উৎসগুলোর অবস্থা ভালো নয়। তারা জানিয়েছেন যে দুর্গন্ধের কারণে সেই পানি পান করা যায় না।

শ্রোতাদলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের তুলে ধরা প্রধান তিনটি আশঙ্কা*



* এই শ্রোতাদলে আলোচনাগুলোতে অন্তত একজন কিশোর বা কিশোরী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ইউ এন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।